বিজয়ের সূচনা

কিছু পর্যালোচনা ও আহবান

পরিবেশনায়ঃ ইনসাফ মিডিয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

اما بعد

সমস্ত প্রশংসা সেই মহা শক্তিশালী রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্যই যিনি আমাদের কে ঈমান নামক দৌলত দান করে সম্মানিত করেছেন ও সহজ-সরল আলোর পথ বাতলে দিয়েছেন। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হউক নাবি মুহাম্মাদূর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তার পরিবারবর্গের উপর, তার সকল সাথী সাহাবীগনের উপর ও কিয়ামত পর্যন্ত যারা তার অনুসৃত পথ ও মতকে নিষ্ঠার সাথে অনুসরন-অনুকরন করে চলবে তাদের উপর, আমীন।

মুসলিম উম্মাহর আশা-ভরসা, ইজ্জত-সম্মান নিরাপত্তার আশ্রয়স্থলের এক দূর্গের নাম হল ইসলামি শাসন ব্যবস্থা বা খিলাফাহ। যা ১৩ শতাব্দীকাল ধরে গৌরবের সাথে প্রতিষ্ঠিত ছিলো দুনিয়ার তিনটি মহাদেশ জুড়ে। আর তখন ছিলোনা কোন জুলুম অন্যায় ও অত্যাচার, শান্তির সুবাতাস চারিদিকে ছড়িয়ে ছিলো আলোর ন্যায়।

আর এটা শুধু মুসলিমদের জন্য নয়। কাফির, মুশরিক, ইহুদি, খ্রিষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মের কোনো মানুষ এর উপরেও ছিলো না এই অন্যায় অত্যাচার আর আবিচারের মহামারি, সকল ধর্ম বর্ন নির্বিশেষে সবাই শান্তিতে বসবাস করেছে এই ইসলামী খিলাফাতের অধিনে। যেখানে সকল মানুষ-ই পেতো সঠিক বিচার ও সকল মানবধিকার। ইতিহাসের পাতায় যা স্বর্নাক্ষরে লিখিত আছে। বিস্তারিত এখানে বলার প্রয়োজনবোধ করছি না। আগ্রহী ও ভাবুক যেকোনো ব্যক্তি তা ইতিহাসের পাতা থেকে দেখে নিতে পারেন।

অতঃপর উনবিংশ শতাব্দীতে এসে আস্তে আস্তে মুসলিমদের গাফলতি, দুর্বলতা, নিজেদের মধ্যে সৃষ্ট অনৈক্য আর কাফিরদের শিখিয়ে দেয়া অভিশপ্ত জাতিয়তাবাদের খপ্পড়ে পড়ে এবং ইয়াহুদি খ্রিষ্টানদের নানামুখি চক্রান্তের দরুন এই খিলাফাহ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে যায়।

যা পরবর্তীতে ১৯২৪ সালে এসে সকল ইহুদি খ্রিষ্টানদের কুটচাল আর সম্মিলিত যুদ্ধের ধারাবাহিকতায় মানবতার নিবিড় বন্ধু ও আশা ভরসার কেন্দ্র ইসলামি খিলাফাহ পুর্নরুপে ধ্বংস হয়ে যায়। আর তার পর থেকেই মানবতার বিশেষ করে মুসলিমদের চুড়ান্ত দুরাবস্থার শুরু হয়।

মুসলমানরা হয়ে পরে অভিবাবক শূন্য। হিংস্র জানোয়ারের মত ইহুদি খ্রিষ্টানরা ঝাপিয়ে পরে মুসলিম উম্মাহ এর উপর।

আর মুসলিমরাও দ্বীন বিজয়ী রাখার হাতিয়ার জিহাদ ত্যাগ করে নানান ফিতনায় পতিত হয়ে পরে। যার ফলশ্রুতিতে সকল কুফরি শক্তিগুলো মুসলিমদের অভিভাবকহীন পেয়ে শুরু করে তাদের উপর নির্মম নির্যাতনের ষ্টিমরোলার, দখল করে নেয় আমাদের প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাস। একে একে মুসলিমদের প্রতিটা ভূখণ্ডের উপর ইহুদি খ্রিষ্টানরা হামলে পড়ে, লুটপাট করে ন্যায় আমাদের ভুমি গুলো থেকে মুল্যবান সকল সম্পদ।

যা দিয়ে তারা আজকের কথিত উন্নত রাষ্ট্র গড়েছে!! অথচ তারা এসব সম্পদ যে আমাদের মুসলমানদের ভূমি থেকে চুরি করে অন্যায়ভাবে নিয়ে এই সম্পদের পাহাড় গড়েছে এটা আজকে তারা ভুলেই গিয়েছে বা মনেই হয় না তাদের ঔদ্ধত্বপূর্ণ আচরন দেখে!

হে প্রিয় মুসলিম উম্মাহ!!

খিলাফাতে উসমানিয়া ধ্বংসের পর থেকে উম্মাহ এর উপর যে দূর্যোগ নেমে এসেছিলো তা আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। ব্রিটিশ, ফ্রান্স ,ইটালি ও কথিত সমাজবাদী সোভিয়েত ইউনিয়ন দীর্ঘ একটা সময় উম্মাহর উপর বর্বরতম নির্যাতন নিষ্পেশন ও ভয়াবহ হত্যাযগ্য পরিচালনা করেছে। তারপর আল্লাহর ইচ্ছায় এই শক্তিগুলো পর্যায়ক্রমে দূর্বল হয়ে আমাদের ভূমি থেকে বিদাই নেয় বটে কিন্তু আমাদের ভাগ করে যায় ৫৭টি পৃথক পৃথক রাষ্ট্রে।

আর প্রত্যেক এর হাতে ধরিয়ে দেয় নোংরা জাতিয়তাবাদের পতাকা, আর কাটা তারের বেড়া দিয়ে আমাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে চির ফাটল ধরিয়ে দিয়ে যায়। আর শাসন ক্ষমতা দিয়ে যায় তাদেরই হাতের বানানো নামধারি মুসলিম পুতুল সরকারদের হাতে, যাদের নাম ইসলামী ও তারা মুসলিমদের সন্তান ঠিকই কিন্তু সম্পুর্ন স্বার্থ হাসিল করবে ঐ ইহুদি খ্রিষ্টানদের। যেই প্রেক্ষাপট আজ অবধি চলমান রয়েছে।

হে প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা!!

শুধু তাই নয় ইহুদি খ্রিষ্টানরা আমাদের ভূমি থেকে চলে গিয়েছে তো কি হয়েছে, তাদের শুন্যস্থান পূরন করছে আমাদের মুসলিম নামধারি ত্বগুত শাসকরাই। এরাই আমাদের পরাধীনতার শৃংখলে

আবদ্ধ করে রেখেছে, আমাদের হাতে পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে দিয়েছে। আমরা কি বলতে পারি তা কিভাবে?

উত্তরে বলবো তা এই ভাবে যে আমরা মুসলিমরা শাসিত হবো আল্লাহর আইন দিয়ে, রাষ্ট্র চলবে আল্লাহর আইন দিয়ে, রাষ্ট্রে কায়েম থাকবে ইসলামের সকল বিধি-বিধান,(সেখানে মানবরচিত গণতন্ত্রসহ আরো সকল কুফরি তন্ত্রের কায়েম রয়েছে) থাকবে মুসলিমদের সম্মান-ইজ্জত ও তাদের জান-মালের নিরাপত্তা।

কিন্তু এর একটিও কি কোনো মুসলিম ভূখন্ডে অবশিষ্ট রয়েছে বা কায়েম আছে? যেখানে তাদের (মুসলিম সরকারের) এটা কায়েম করার কথা ছিলো, সেখানে তো তারা করেইনি বরং যারা কায়েম করতে চায় তাদের কে ইহুদি খ্রিষ্টানদের সাথে মিলে ধ্বংস করতে এরা বদ্ধপরিকর! শুধু এখানেই শেষ নয় এরা মুসলিমদের এমন প্রতিটা ইমানি আন্দোলন ও বিপ্লবকে যেকোনো মুল্যে প্রতিহত করে ঠিক যেভাবে তাদের কাফির প্রভুরা তাদের নির্দেশ করে।

বাংলার মুসলমানদের এমন অনেক উদাহরন জানা আছে। যেমন এই দেশে প্রতিটা জিহাদী তাঞ্জিমের সাথে এই মুরতাদ সরকার যা করেছে এবং করে চলেছে ও শাপলা চত্তরে যা করেছে এমন আরো অনেক উদাহরনই রয়েছে যা আপনাদের কারোরই অজানা নয়।

হে মুসলিম জাতি!!

উম্মাহর এই কঠিন বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পথ হলো আবার পুনরায় সেই গৌরবময় খিলাফাহ কে ফিরিয়ে আনা। কিন্তু সেই খিলাফাহ ফিরিয়ে আনতে হলে আল্লাহর দেয়া নিয়ম মেনেই আনা সম্ভব অন্যথায় নয়। আর তা কিভাবে ফিরিয়ে আনা যাবে এই ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ তে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া আছে, তাহলো আল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।

আজকে আমরা দালিলিক আলোচনায় যাব না। শুধু বাস্তবতার নিরিখে বিষয় গুলো বুঝার চেষ্টা করবো ইনশা-আল্লাহ। মুসলিমরা এই সম্মান এর খিলাফাহ হারিয়েছে ও তাদের উপর যে নির্যাতন নিপীড়ন শুরু হয়েছে তার একমাত্র কারন হলো জিহাদ কে ছেড়ে দেয়া।

কেননা আমরা ইতিহাস থেকে তাই জানি, যুগে যুগে যখন মুসলিমরা এই জিহাদ থেকে বিমুখ হয়েছে, জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে তখনই তাদের উপর এমন দূর্যোগ নেমে এসেছে। অনুরুপ আবার

পুনরায় যখন এই জিহাদ কে শক্তভাবে আকড়ে ধরেছে তখন আবার তাদের সুদিন ফিরে পেয়েছে।

আজকের বাস্তবতাও ঠিক তাই। আজকেও আমরা যদি জিহাদের দিকে ফিরে যাই তাহলে আজকেও আল্লাহ আমাদের এই অবস্থা থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসবেন ইনশা-আল্লাহ। ইতিহাস ও সিরাতের সকল পাঠকই জেনে থাকবেন, আল্লাহর রাসূল (সা) কিভাবে মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিলেন এবং পরিবর্তীতে তা তেরো শতাব্দী কাল কিভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলো।

খিলাফাহ পূনঃপ্রতিষ্ঠা ও টিকিয়ে রাখা উভয়টাই একমাত্র জিহাদ এর মাধ্যমেই সম্ভব। এরই ধারাবাহিকতা হিসাবে আমরা দেখতে পাই, উম্মাহর মুজাহিদগন আজকেও সারা দুনিয়াময় জিহাদী কাফেলা নিয়ে জেগে উঠেছেন। যারা নববী আদর্শের উপর খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার কাজ কে অব্যাহত রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ।

হে প্রিয় উম্মাহ!!

এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও যারা বলে যে এখন জিহাদ এর মাধ্যমে উম্মহর দুঃখ ঘুচানো সম্ভব না, কারন আমাদের শক্তি নেই উন্নত সমরাস্ত্র নেই, কুফফারদের সাথে কিভাবে মোকাবেলা করবো? তাদের জন্য আমরা বলবো, কথিত পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের আফগানিস্তানে মুজাহিদদের হাতে শুচনীয় পরাজয়ে এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের সামনে পরিষ্কার করে দিয়েছে যে কিভাবে উম্মাহ এর দুঃখ ঘুচানো সম্ভব?

আর উম্মাহ এর আসল কান্ডারি কারা? উম্মাহ এর প্রকৃত বন্ধু ও কল্যানকামি কারা? এতো গেলো বিগত পরাশক্তির পরাজয়ের কথা এবার আসি বর্তমান পরাশক্তি ও সুপার পাওয়ার আমেরিকার কথায়। সোভিয়েতের পরাজয়ের পর আমেরিকা এসে এমন ভাব শুরু করলো যেনো তারা অপরাজেয়। তাদের কেউ পরাজিত করতে পারবে না।

তাই তারা সারা দুনিয়াময় আধিপত্য বিস্তার শুরু করলো, তাদের অন্যায় অত্যাচার আর নির্যাতনে সারা দুনিয়া অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এমন ঔধ্যত্বের সাথে সমগ্র দুনিয়াময় অরাজকতা ও মানবতার উপর নির্মম-নির্যাতন, হত্যা, ধ্বংসযগ্য শুরু করেছে, এমন রক্তস্রোত বইয়ে চলেছে যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়, আর এই ছোট্ট পরিসরে তো আরো নয়।

অতঃপর আমেরিকার এই অপরাজিত ভাবকে চূর্ন করে দিয়ে, উম্মাহর মুজাহিদগন সোজা আমেরিকার বুকে আঘাত হানলো । ৯/১১ এর বরকতময় ও সফল হামলাসহ আরো চার দিক থেকে আমেরিকার উপর আঘাত হানা শুরু করলো। তখন এই বিষয়টা পরিষ্কার হবার আর বাকি রইলো না কিভাবে উম্মাহ এর বিজয় ছিনিয়ে আনা যায় আর কিভাবেইবা উম্মাহ'র গৌরব, সম্মান, নিরাপত্তা ও খিলাফাহ ফিরিয়ে আনা যায়।

শুধু তাই নয় সারা দুনিয়ার কাছে এই বিষয়টা আরো সহজ ও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, ৯/১১ এর হামলার পর যখন আমেরিকা আফগানে এসে হামলা করে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মুসলিমদের হত্যা করেছে, বোমা হামলা করে গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংসস্তুপে পরিনত করেছে। কিন্তু মুজাহিদদের সাথে দীর্ঘ আঠারো বছরের যুদ্ধে আমেরিকা এখন শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত এর ভাগ্য বরন করেছে। এখন কোনো রকম শান্তি-চুক্তি করে পালানোর রাস্তা খুজে বেড়াচ্ছে।

সুতরাং এতসব উদাহরন থেকে এখন এটা দুপুরের সূর্যের ন্যায় পরিষ্কার যে, উম্মাহর বিজয় কিভাবে সম্ভব এখন আর এই ব্যাপারে কারো কাছেই অস্পষ্টা থাকার কথা নয়। সকল প্রশংসা কেবল মহান রব্বুল আলামিন আল্লাহ তা'আলার জন্যই।

হে প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা!

আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা দুনিয়ায় উম্মাহর কান্ডারি মুজাহিদগন জেগে উঠেছেন। দুনিয়ার সকল কুফরি শক্তি এক হয়েও যাদের মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। আজকে আফ্রিকায় সোমালিয়ান মুজাহিদদের মাধ্যমে খিলাফা প্রতিষ্টার দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে, যেখানে ৮০% অঞ্চল মুজাহিদদের দখলে রয়েছে এবং তা প্রতিনিয়তই আল্লাহর ইচ্চায় বর্ধিত হচ্ছে।

জাজিরাতুল আরবের ভুমিতে ইয়েমেন এর মুজাহিদদের মাধ্যমে এর দ্বার খুলেছে, এখানেও মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রনে রয়েছে ইয়েমেনের অনেক অঞ্চল। আমাদের উপমহাদেশে আফগানিস্তান তথা খোরাসানের বিজয়ের মধ্য দিয়ে এই রাস্তা প্রশস্ত হচ্ছে, আর এখন আফগানও মুজাহিদীনদের দ্বারা শাসিত হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। আর মুজাহিদদের দখলকৃত এসব অঞ্চল ইসলামি শরিয়াতের আদলেই পরিচালিত হচ্ছে।

এমনকি ইউরোপেও একের পর এক “লোন উলফ” হামলার মাধ্যমে এই যুদ্ধের ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা দুনিয়ায় দূর্দান্ত প্রতাপের সাথে জিহাদের সুবাতাস

ছড়িয়ে পড়েছে। এবং উম্মাহর মুজাহিদ্গন পৃথিবীর নতুন মানচিত্র নির্মান করছেন, যা উম্মতে মুসলিমার জন্য অচিরেই সুসংবাদ, বিজয় ও শান্তির খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার বাস্তবরূপ হয়ে আসবে বিইযনিল্লাহি তা'আলা।

হে প্রিয় উম্মাহ!!

আজকে উপমহাদেশের ভাই বোনদের উদ্দেশ্যে বিশেষ করে বাংলাদেশের ভাই বোনদের উদ্দেশ্যে বলছি আপনারা সকল হীনমন্যতা ও দূর্বলতাকে ঝেড়ে ফেলে উম্মাহর সিংহ মুজাহিদদের পাশে আসুন, ঐক্যবদ্ধ হোন, তাদের সবদিক থেকে সাপোর্ট দিন, আপনার মত-পরামর্শ, অর্থবল, লোকবল ও সময় দিয়ে যে যেভাবে তার সামর্থের মধ্য থেকে পারেন এগিয়ে আসুন। কেননা তাদের মাধ্যমেই উম্মাহর চূড়ান্ত বিজয় প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশা-আল্লাহ।

বর্তমানে আমরা একটি গ্লোবাল জিহাদে লিপ্ত রয়েছি, যেখানে বিশ্বের একপ্রান্তের মুজাহিদ ভাইয়েরা কোন না কোনভাবে অন্য প্রান্তের মুজাহিদদের সাথে সম্পৃক্ত। বর্তমান জিহাদের এই ময়দানে "আমার দেশ" "আমার অঞ্চল" বলে কোন কথা নাই। এখন হয়তো পুরো বিশ্বে ইসলামের বিজয় আসবে নয়তো মুসলিমরা ধ্বংস হয়ে যাবে, আর আমরা জানি মুসলিমদেরই বিজয় হবে ইনশাআল্লাহ। এটাই আল্লাহর ওয়াদা।

আপনারা হয়তো জেনে থাকবেন যে আমরা সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে আমাদের কর্মধারা নির্ধারন করে থাকি। জামাআতুল মুজাহিদীন একটি সময়োপযোগী ও গতিশীল তানজিম। তাই বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার আলোকে আমরা আমাদের কর্মসূচি পালন করে চলেছি আলহামদুলিল্লাহ। গোপনিয়তা ও নিরাপত্তার স্বার্থে হয়তো এই ছোট পরিসরে সবকিছু বিস্তারিত বলার সুযোগ নেই বা প্রয়োজনও নেই। শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ঠ মনে করছি যে, আপনাদের রক্ত-ঘামে সিক্ত বাংলার মাটিতে প্রতিষ্ঠিত এই তানজিম তার আদর্শ থেকে বিচ্যুতও হয়নি আর সরেও যায়নি।

আপনারা জানেন ভারত উপমহাদেশে তানজিম আল কায়েদা তাদের শাখা ঘোষনা করেছে বহুদিন আগেই। কিন্তু আমরা এই অঞ্চলে তাদের কোন হামলা বা সামরিক কার্যক্রম দেখতে পাচ্ছি না। তাই বলে কি আমরা বলবো যে তারা কাজ করছেনা? এটা যদি আমরা বলি তাহলে সেটা অন্যায় হবে। তারাও প্রস্তুতির জন্য সময় নিচ্ছেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে কোন ভুমিকে টার্গেট করতে হবে

সেটার লক্ষ্য স্থির করেছেন। সে মোতাবেক দাওয়া, তালিম, ইদাদ সব কিছুর (অনলাইনে ও অফলাইনে) কাজ চলছে।

ঠিক তদ্রুপ আমাদের বেলায়ও একই কথা। আমরাও এখন কৌশলগত কারনে অপারেশনাল ভুমি সাহায্যকারী ভুমি ও কেন্দ্রিয় ভুমির বিসয়ে সময়উপযোগী সমমনা আন্তর্জাতিক জিহাদি তাঞ্জিমের আদলেই কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছি। এটাই আমাদের বর্তমান মানহাজের অন্যতম একটি বড় ধারা যা আপনাদের বুঝতে হবে। আরেকটু স্পষ্ট করে এটুকু বলতে পারি যে আমরা আমাদের সমমনা মানহাজের আন্তর্জাতিক পর্যায়ের জিহাদী তানজিমগুলোর সাথে সম্ভাব বজায় রেখে কাজ করার নীতি গ্রহন করেছি এর বেশী আম ভাবে বলার সুযোগ নাই। যার সুফল হয়তো আরো কিছু সময় পরে আমরা পেতে শুরু করবো ইনশাআল্লাহ।

আমরা বিশ্বব্যাপী সঠিক আকিদা মানহাজের অনুসারী মুজাহিদদের কাধে কাধ মিলিয়ে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে অশগ্রহনের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছি, এবং সেলক্ষ্যে পৌছানোর ব্যপারে আমাদের সফলতা উল্লেখযোগ্য আলহামদুলিল্লাহ। খোরাসানকে কেন্দ্র করে সারাবিশ্ব থেকে মুজাহিদদের একত্রিকরনের পথ প্রশস্ত হচ্ছে, সেই পথই আমাদের পথ হবে ইনশাআল্লাহ।

হে প্রিয় ভাই ও বোনেরা!!

মনে রাখতে হবে, উদ্দেশ্য যতো মহৎ হবে তার জন্য ত্যাগটাও তত বড় চাই। সুতরাং, নিজেদের উপর আস্থা হারাবেন না। যে আস্থা ও বিশ্বাস আপনারা এতোদিন রেখেছেন আপনাদের প্রিয় তানজিমের উপর সেই আস্থা ও বিশ্বাসই এই কঠিন পথের অন্যতম বড় পাথেয়। আমরা যদি কেউ আল্লাহর দ্বীনকে তার জমিনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ না করি তাহলেও আল্লাহর কিছু ক্ষতি হবেনা, তার দ্বীন কায়েমের পথ বন্ধ হয়ে যাবেনা।

আল্লাহ তাআলা প্রয়োজনে জালেমদেরকে দিয়ে হলেও তাঁর কাজ করিয়ে নিবেন। তবে সেক্ষেত্রে আমরা নিজেরা পরাজিত হয়ে যাবো, দূর্ভাগা হয়ে যাবো। আল্লাহ আমাদেরকে সেই ভাগ্য বরন করা থেকে হেফাজত করুন। আমিন!

পরিশেষে আপনাদের কাছে উদাত্ত আহবান থাকবে এই যে, আপনাদের মাঝে যারা বিত্তবান রয়েছেন। যাদের আল্লাহ তা'আলা তার নিজ অনুগ্রহে স্বম্পদশালী করেছেন, আপনারা আরো এগিয়ে আসুন আপনাদের সম্পদের উল্লেখযোগ্য অংশ উম্মাহর বিজয়ের জন্য ব্যয় করুন।

আপনারা কখনো এটা মনে করবেন না যে এখানে দান করে কি হবে বা কি হয়েছে। এই মনোভাবের জবাবে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে এটাই বলতে চাই যে, আল্লাহর ফায়সালার উপর আপনারা ভরসা রাখুন ও ধৈর্যের সাথে উপলব্ধির দৃষ্টি বুলান।

তাকিয়ে দেখুন আপনাদের মত মুসলিম ভাইদের দেয়া ইয়ানত সাদাকা ও যাকাত এর টাকা দিয়েই উম্মাহর মুজাহিদগন পৃথিবীর পরাশক্তি আমেরিকার মোকাবেলা করেছে। এবং আপনাদের দানের বড় একটা অংশ এই দেশে শত শত বন্দি মুজাহিদ ভাই বোন ও তাদের পরিবারের কাছে পৌছে যায়, বন্দি মুক্তি করা ও মুজাহিদদের পরিবারের দেখা শুনা করা অতি জরুরি ও গুরুত্বপুর্ন ফরজ একটি আমল। যা জিহাদ করা ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার মত ফরজ আমল চলাকালেও এই আমল জারি রাখা অত্যন্ত জরুরি।

এছাড়া একটি কিতালি তাঞ্জিমের নিরাপত্তা, দাওয়া, তালিম, ইদাদ ও মিডিয়া পরিচালনার জন্য ব্যপক অর্থের প্রয়োজন হয় তা আপনাদের এই দানেই পরিচালিত হচ্ছে আলহামদুলিলাহ। আল্লাহ তাআলা অভাবগ্রস্থ নন, বরং তিনি আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন তাঁর পথে ব্যায় করার মাধ্যমে নিজেদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লাভবান করে নেওয়ার।

তাই আপনারা আপনাদের এসকল দানকে ছোট করে দেখবেন না এবং গুরুত্বহীন ভাববেন না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের অকল্যান থেকে মুক্ত রাখুক এবং তাঁর দ্বীন ও মুসলিমদের বিজয়ী করুক আর কাফির জাতিগুলোকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করুক। আমাদের এই পথের সকল ত্যাগ-তিতিক্ষা, দান-সাদাকা ও সকল প্রচেষ্টাকে আল্লাহ যেন তাঁর সন্তুষ্টির মাধ্যম হিসাবে কবুল করেন আমিন।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

জামা'আতুল মুজাহিদীন